ইতিদ্রোণ

অর্পণ চক্রবর্তী

দ্রোণাচার্য মিথ্যা বলেছিলেন না ভুল ছিলেন
আজ নিঃসংশয়ে তা জানা যাবে না।
এই হয়। এরকমই। অনুমানই সারাংশ মাত্র।

পাখির চোখ বিদ্ধ করার সময়
অর্জুন দেখবেন চোখও নয়, একটি কনীনিকা মাত্র;
জগৎ সংসার বিলুপ্ত তাঁর কাছে।
আর যুধিষ্ঠির দেখলেন সমস্ত গাছ
পাতার বাহার,দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো শতাধিক ভাইদের, হয়তো পিছনে
হস্তিনাপুরের প্রাসাদের মধ্যে বসে থাকা অক্ষম অন্ধকেও।

দ্রোণ অর্জুনকেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লাস দেখান
পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠির শুধু একটি বিষণ্ণ স্মিতহাস্য।
অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদী একটি কবিতা আসলে জনপ্রিয় সহজ সরল একটি
তীরের উড্ডীয়মানতা। আর যুধিষ্ঠিরের দেখা বহুলাংশ।
অনেকটা-- যতোটা সম্ভব দেখা যায় এমন কণ্ঠাগত প্রাণের বয়ান।
যার শরীর পরাভব চিহ্নিত, আবহমানকাল, ভবিতব্যের মতো।

দ্রোণ কি বুঝেছিলেন? দ্রোণ কি শুনেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে' ইতিগজ'পাতাদের
অনুচ্চারিত মর্মর ধ্বনি? শুনেও কি না শোনার প্রত্যয় নিয়ে অস্ত্রত্যাগ তাঁর!
নিঃসংশয় আস্থা জানিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পুরস্কৃত করে যাবো শেষাবধি-
এমন প্রকল্পেও শরীর ও মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হয়।

ঝলসে ওঠে ধার। এই হয়।

অনুমান সারাংশ আর অনুমানই সমগ্র হতে চায়।

আমার সন্তানের জন্য

মতিউল ইসলাম

আমার ঘর জুড়ে অ আ ক খ
রান্নাঘরে ব্ল্যাকশিপ চিলেকোঠায় লিটিল স্টার,
স্নানঘরে সাঁতার কাটে পেনসিল ইরেজার।
দেওয়াল জুড়ে ব্ল্যাকবোর্ড,
কখন সেগুলো যেন মেঘ হয়ে যায়
ভেলার মতো ভাসতে থাকে এক দুই তিন চার
আমার সন্তানের আধো গলায় জাতীয় সঙ্গীতে
মুছে যায় হিন্দু মুসলমানের চিরন্তন বিরোধ,
জলা জমিতে চুটিয়ে কাবাডি খেলে
রাম আর মহম্মদ।
আমার সন্তানের স্কুল ব্যাগে
এক পৃথিবী বিশ্বাস,
আমি বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

বৈতরণী
দীপঙ্কর মুখার্জী

আর একটু চলো পা টেনে, সামনেই বৈতরণী ঘাট
আর, মাঝি বসে আছে অন্তহীন অপেক্ষায়।
পার হলে অনন্ত সুখ, নরম বালিশ বিছানা খাট সবকিছু একদম নিখরচায়।

আজ কি আকাশে উঠবে চাঁদ।
পাখি ডাকবে ভোর হলো ভেবে।
চলো আমরাও ডেকে উঠি জোরে
এ পথ তো জ্যোৎস্নায় ভরে যাবে!

আঁচলে ও কী বাঁধা তোমার
ও দেরাজের চাবি ঠিক?
খুলে ছুঁড়ে দাও নদী জলে
পারে তো ওরা খুঁজে নিক।

কাছে এসে গেছে বৈতরণী ঘাট
আর একটু চলো পা টেনে,
খেয়া নিয়ে বসে আছে মাঝি
সে আমাকে বহুদিন চেনে...

ফেরা
সোমেন রায়

রাতের গভীর থেকে উঠে আসে রাতের হৃদয়
কুয়াশায় এলোথেলো রাস্তার ধারে রাখা খাদ
তুমি জানো, এ জীবনে কোনোকিছু ফেরার তো নয়
পাহাড়ে পাথরে পথে লেগে থাকে শ্যাওলার স্বাদ

কোথাও কি গির্জা আছে দূরে ওই টিলার ওপার
যাবতীয় রূপকথা জমা হয় ঝর্নার জলে
উপাদানে স্বপ্ন এসে গড়ে দিয়ে যায় সংসার
রাত কি নদীর কাছে নিজের পাপের কথা বলে?

জলের ছলাৎ শব্দে কেঁপে ওঠে কবিতার দেহ
সাদা পাতা উড়ে যায় প্রিয়তম মহীরুহ ঝড়ে
ছায়ার অল্প কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়ানোই শ্রেয়
নাহলে আমার শব্দে অন্য কেউ কাব্য পাঠ করে

পাথর ও পাহাড়ের ডাক শোনে কুয়াশার দিন
পাশে থাকা খাদ জানে ফিরে আসা কতোটা কঠিন

অরণ্যের অধিকার
রতন সেনগুপ্ত

কোনো অধিকার নেই তোমার
যদি না বজ্র-বিদ্যুৎ নামাও
না হলে যতোক্ষণ নিংড়ে নেবার থাকে ততোক্ষণ

শেষ প্রান্তিক কোণে ঠেলে দেবে তোমায় যতোটা সম্ভব
যতোক্ষণ জল হয় রক্ত ঘাম
সেই-তো সম্পদ, সেই-তো অভিজ্ঞান
সোচ্চারে উচ্চারিত হবে তুমি স্বাধীন সন্তান
মাটির নিচে, ওপরে, পাশে সর্বত্র
ওজনের দাঁড়িপাল্লা ঘোরে
আকাশের ছবি বলে দেয় কোথায় সম্পদ
সেই মতো সাজে ওজর-আবদার
লুটেরার থাকে বড়ো বেশি দেশপ্রেমী গান
অথবা ডিটেনশন ক্যাম্প

শিকড়ে টেনে। উপড়ে ফেলে দিলেও
বলবে না তুমি উৎখাত, উদ্বাস্তু জন
শুনবে দেশের প্রয়োজন
দেশ!। এক অপূর্ব শব্দনাম
শকুনির আশা বড়ো চতুর ও বহুকৌণিক
ছক্কা এক কোণেই পড়ে
সব চালই পক্ষে তার
তোমার শূন্য ও ভগবান, সংরক্ষিত
যদি না তুমি বজ্র-বিদ্যুৎ দেখাও...